দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 JUN.1985..
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 8. ...

0C5

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুল হাকিমের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ সমাজকর্মী ও সাবেক ডিপিআই খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (৮০) শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় চার খন্ডে প্রথম বাংলা বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিষয়ক বহু বইয়ের তিনি প্রণেতা। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে বাংলাদেশ সরকার

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

হাকিমের ইন্তেকাল

(১-এর পৃঃ পর)

১৯৮২ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

গতকাল বিকেলে মরহুম আবদুল হাকিমকে বনানী গোরস্তানে দাফন করা হয়। এর আগে বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক লোক জানাজায় অংশ নেন।

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, ছয় মেয়ে ও বহু নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র হচ্ছেন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর (বাংলাদেশ) কর্মকর্তা জনাব আসাদুল হাকিম. জামাতাদের মধ্যে আছেন বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির [illegible] প্রফেসর আমিনুল ইসলাম। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার হাজীগঞ্জ গ্রামে।

শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল হাকিম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেটের সদস্য. সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য, 'দূর-শিক্ষণ'-এর একজন প্রবক্তা, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি এবং বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য। সম্প্রতি বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে তাঁর একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিও সম্প্রতি তাঁকে একটি ফেলোশীপ প্রদান করে।

মরহুমের কুলখানি আগামী সোমবার বাদ আছর হাতিরপুলে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে।